যুগান্তর

তারিখ 2 FEB 2013 পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (দু'বার তদন্ত হয়), বুয়েট, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (দু'বার) পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

তদন্ত রিপোর্ট, গোয়েন্দা প্রতিবেদন আর সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা জানান, দুর্নীতির অবস্থা এমনই যে খোদ সরকারপন্থী শিক্ষকরা পর্যন্ত এর প্রতিবাদ করেছেন। এমনকি এ নিয়ে বিগত এক বছর ধরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক আন্দোলন পর্যন্ত হয়েছে। আন্দোলনের মুখে জাহাঙ্গীরনগর থেকে ভিসিকে, বুয়েট থেকে প্রোভিসিকে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভিসি-প্রোভিসি দু'জনকে প্রত্যাহার করতে হয়েছে। এর বাইরে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষক আন্দোলন হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আর প্রোভিসির বিরুদ্ধে তো সরকারদলীয় এমপিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মামলা করেছেন। তারা অন্তত ১০-১২টি মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে আছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহর বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুটি মামলা দায়ের করেন গাজীপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য আকম মোজাম্মেল হক। মামলাটি দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তদন্ত করছে বলেও জানা গেছে। জানা গেছে, এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়টির তিন কর্তাব্যক্তির নানা কেনাকাটায় অর্থ গচ্চা দেয়া, একাডেমিক কার্যক্রমে স্থবিরতা সৃষ্টি, সেশনজট তৈরি করে শিক্ষার্থীদের জীবন নষ্ট, দলনিয়োগের উদ্ভাবন, ভিসির অবৈধভাবে বাড়িভাড়া গ্রহণ, প্রয়োজন না থাকলেও [illegible] গাড়ি কেনা, অনেকজনের বাসায় পর্দা লাগানোর নামে হাজার হাজার টাকা গ্রহণ, পরীক্ষার ওএমআর ফরম কেনাকাটা ও বিভিন্ন টেন্ডারে ঘাপলা, অবৈধভাবে সম্মানি গ্রহণ, দায়বিহীন মিটিং আপ্যায়ন গ্রহণসহ নানা অভিযোগ রয়েছে। সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে, তিন কর্তাব্যক্তির বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অমনোযোগিতা এবং ঢাকা থেকে যাতায়াতের মাধ্যমে অফিস করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে স্থবিরতা সৃষ্টি।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় : এই বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত করে ইউজিসি প্রায় ১০ পৃষ্ঠার রিপোর্ট দাখিল করেছে। এতে ভিসি অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশীদের বিরুদ্ধে পদোন্নতি, অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগের চিত্র ফুটে উঠেছে। নানা অভিযোগের মধ্যে ভিসি যোগদান করেই বেশ কিছু অনুষদের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করা, বেএমবি কার্যক্রম এবং কাউন্সিল আইন ভূপসহ (অনুষদ), ২১ প্রোগ্রামের মধ্যে ১১টি বন্ধ, ভিসির নিজের ব্যবহারের জন্য ৩২ লাখ টাকায় কেনা গাড়িটি স্ত্রীর ব্যবহার, এরপরও ৬১ লাখ টাকায় আরেকটি পাজেরো গাড়ি কেনা, ৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কাউন্সিল মিডিয়া সেন্টারের কার্যক্রম এখনও মুখ থুবড়ে পড়া, ভিসির অপ্রয়োজনীয় বিদেশ সফর, ভিসি ভবনের অতিরিক্ত নির্মাণ ব্যয়, বিভিন্ন নির্মাণে ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্টতা, ভুয়া অভিজ্ঞতার সনদে নিয়োগ, নিয়োগে স্বজনপ্রীতি ও বাণিজ্যসহ অসংখ্য অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। ইউজিসি তাদের রিপোর্টে একরকম বিশ্ববিদ্যালয়ে চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়া, ভিসিকে সতর্ক করা এবং উত্থাপিত নানা অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয় : অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা আর স্বজনপ্রীতির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) বিদায়ী ভিসির বিরুদ্ধে। বিগত চার বছরে সরকারি অর্থের ব্যাপক নয়ছয় হয় সেখানে। একই সঙ্গে সাবেক ভিসি [illegible] বিরুদ্ধে অবশ্য। পরবর্তী ভিসিদের বিরুদ্ধেও কমবেশি এ ধরনের অভিযোগ উঠেছে।

একটি সংস্থা বাহিনীর উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত হয়। সেখানে ভিসি ড. ইকবাল হোসেনের বিরুদ্ধে লাগামহীন দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়ার জন্য প্রথম শ্রেণী বাধ্যতামূলক হলেও গত বছর এই নিয়ম ভেঙে নিজের মেয়ে সোনিয়া রিনতে পৃথিকে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষক ডা. আতিকুজ্জামানের স্ত্রী। নিজের পছন্দের শিক্ষকদের স্ত্রীদের নিয়োগ নিশ্চিত করতে অনেক বিভাগে শিক্ষক সংকট থাকার পরও নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার অন্য বিভাগে একজন শিক্ষকের চাপে বিধি লংঘন করে দু'জন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় [illegible] করা হয়েছে। একটি পদে ন্যূনতম তিনজন প্রার্থী না থাকলে ওই পদে পুনঃনিয়োগের নিয়ম থাকলেও ঘনিষ্ঠজনদের ক্ষেত্রে ভিসি তা করেননি। প্রায় একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে। তিনি পছন্দের লোক নিয়োগে শর্ত বসানো, শর্ত বসাতে একই নিয়োগের জন্য দু'বার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, রহস্যজনক কারণে অর্থ বরাদ্দ না থাকা এবং আগের টেন্ডারের কাজ শেষ না হওয়ার আগেই নতুন করে উন্নয়ন কাজের টেন্ডার দান, একটি চিহ্নিত সিন্ডিকেটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের উন্নয়ন কাজ প্রদান, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ভিসি ভবন নির্মাণ করেও তাতে বসবাস না করা, আবার যেখানে বসবাস করেন তার জন্য কম ভাড়া দেয়াসহ নানা অভিযোগ রয়েছে।

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির [illegible] নিয়োগ, সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) ভিসি অধ্যাপক এমএমএ সাইফুল হক চৌধুরী নিজের দুর্নীতির জালেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছেন। তার বিরুদ্ধে শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগে বাণিজ্য, ভিসির বাসভবনকে গেস্ট হাউস বানিয়ে মোটা অংকের ভাড়া উত্তোলনসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্ত করে ইউজিসি।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য : সার্বিক ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, সরকার কখনোই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই বলে আসছি যে, এ ব্যাপারে জিরো টলারেন্স। সেই নীতিই বহাল রয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত বলে নিজ নিজ সিন্ডিকেট বা রিজেন্ট বোর্ড দ্বারা পরিচালিত। তারা এক্ষেত্রে স্বচ্ছতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে বলে সরকার প্রত্যাশা করে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ইউজিসির তদন্ত রিপোর্ট তারা হাতে পেয়েছেন। তা পর্যালোচনাধীন রয়েছে। যথাসময়ে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অস্থিরতার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে মনে করেন তিনি। ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসির মেয়াদ শেষের দিকে। এ কারণে অনেকে ভিসি হওয়ার লক্ষ্যে আবার কোথাও পুনর্নিয়োগ ঠেকাতে নানা অভিযোগ উঠতে পারে। অভিযোগের সত্যতা থাকতে পারে, তবে তা উদ্দেশ্যমূলক বিষয়। কিন্তু উল্লিখিত, উদ্দেশ্যও কাজ করছে শিক্ষক আন্দোলনের পেছনে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকার সমর্থক শিক্ষকদের মধ্যে যারা ভিসি হতে পারেননি, তাদের মধ্যে হয়তো কেউ কোথাও শিক্ষক আন্দোলনের নেপথ্যে ভূমিকা রাখতে পারেন। তাই শিক্ষক আন্দোলনের সবই যে ভিসিদের অন্যায়-অনিয়মের কারণে ঘটছে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় না।